Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিমু আক্তার

রোলঃ 216020063

১ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিমু আক্তার

রোলঃ 216020063

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সিমু আক্তার, আইডিঃ 216020063 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা শারাফাত কারিম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sima Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

০১ জুন, ২০২৪ ইং

সিমু আক্তার

আইডিঃ 216020063

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সারসংক্ষেপ

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের তরে। এবং দুরুদ ও সালাম পেশ করছি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও আমাদের রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট। এছাড়াও এই থিসিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উস্তাদদের শুকরিয়া এবং সালাম। আমাদের জীবন আল্লাহর অগণিত নিয়ামতে পরিপূর্ণ তন্মধ্যে সময় হচ্ছে অন্যতম নিয়ামত আল্লাহ তার এই অধম বান্দিকে তার নিয়ামত সম্পর্কে পড়াশোনা করার সুযোগ দিয়েছেন এজন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি । কুরআন, হাদিস এবং বুজুর্গদের উপকারী কিতাব থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি আল্লাহ তার গুনাহগার বান্দির ভুলগুলো ক্ষমা করে দিবেন এই আশা রাখি। রবের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন সৎ ও নেক কাজ রূপে এটিকে কবুল করেন আমিন।

সূচিপত্র

১.প্রারম্ভিকা....................6
২. কুরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব....................7
৩.সময়ের ব্যাপারে রাসূল (সা)....................10
৪.সময় মূল্যবান সম্পদ....................12
৫.সময় তরবারির ন্যায়....................14
৬. আমাদের কর্মব্যস্ত সময়....................16
৭. আমাদের অবসর সময়....................16
৮.সময়ের গুরুত্ব বুঝতেন যারা....................18
৯. মুমিনের সময় বিন্যাস....................22

১.প্রারম্ভিকা

সময় শব্দটি আরবি الوقت শব্দটির সমার্থক ।দুটি শব্দই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত শব্দ।যদিও ওয়াক্ত শব্দটি আমরা ইসলামিক বিধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি ।এছাড়াও العصر শব্দ দাঁড়াও কুরআনে সময়কে বুঝানো হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থে- অতীত ,বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্যকারীকে সময় বলা হয়। সময়ের গুরুত্ব বলতে আমরা আমাদের অতীত ,বর্তমান ও ভবিষ্যতের গুরুত্বকেই চিত্রায়িত করে থাকি। আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে সময় হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত যা আমাদের সমস্ত জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সৃষ্টি সময়ের অনুকরণে চলছে। তবে মৃত্যুর সাথে সাথে সময়ের সাথে এই পথচলার সমাপ্তি ঘটে না আখিরাতেও এই সময়ের ব্যাপারে আমাদের জবাবদিহিতা করতে হবে । যাদের সময়ের হিসাব সুশৃংখল থাকবে তারা লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর যাদের সময় আল্লাহর অবাধ্যতায় নিমগ্ন ছিলো তারা হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত । আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখিরাতে সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবার কথা তার উম্মতের নিকট জানিয়ে গিয়েছেন । ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত,

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে ; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যত টুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কি কি আমল করেছে।(জামে আত-তিরমিজি : ২৪১৬)

২. কুরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব

দুনিয়ার জীবনে আমরা যখন প্রাণপন মরিয়া হয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে প্রমাণ করতে চাই তখন মহান আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ নেই। কারণ চেতনে অবচেতনে আল্লাহই আমাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল এবং ভরসাস্থল। হোক সে মুমিন বান্দা অথবা সাধারণ কেউ। তাহলে এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীনের শপথ বা কসম কতোটা গুরুত্ববহ তা কি কখনো ভেবে দেখেছি? কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তায়ালা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার জন্য সেইসব বিষয়বস্তুর বা তার সৃষ্টির উপর শপথ নিয়েছেন । সময় তার মধ্যে অন্যতম। সময়ের শপথের দ্বারা আল্লাহ আমাদের সময়ের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। সূরা আছরের শুরুতে আল্লাহ বলেন-

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

অর্থ:১.কসম যুগের (সময়ের)

২.নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;

এখানে বিশেষভাবে সেই সময়ের শপথ করা হয়েছে যেই সময়ে মানুষ পাপ পুণ্যের কাজ করে । এরপরেই আল্লাহ আমাদের সাবধান করে বলেছেন "নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত" ।

এই ক্ষতি তাদের জন্যই প্রযোজ্য যারা এই সময় আল্লাহর অবাধ্যতায় পার করে।

অন্যত্র আল্লাহ রাত্রি ও দিনের কসম করে বলেন-

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿٢﴾

অর্থ: ১.শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে,

২.শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয়

(সূরা আল লাইল :১-২)

এখানে আল্লাহ রাত ও দিনের কসমে বান্দাদের কল্যানের চিন্তা ও গবেষণা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন । এবং পুনরায় তার বান্দাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

সূরা ফাজরে আল্লাহ ফজর ও দশ রাতের কসম করে বলেন -

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾

অর্থ: ১. শপথ ফজরের,

২.শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার

(সূরা আল- ফাজর :১-২)

পুনরায় সময়ের শপথ করে আল্লাহ বলেন-

وَالضُّحَى ﴿١﴾

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾

অর্থ: ১.শপথ পূর্বাহ্ণের,

২.শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়

(সূরা আদ- দ্বোহা:১-২)

প্রসিদ্ধ তাফসিরবিদদের মতে আল্লাহ যখন তার সৃষ্ট জীবের প্রতি শপথ করেন উদ্দেশ্য মানুষকে সেই বিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধি করানো। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে মানুষের দৃষ্টিকে সময়ের দিকে ফেরানো এবং মহান আল্লাহর কল্যাণমূলক কাজ ও নিদর্শনের প্রতি সতর্কতা আরোপ করাই উদ্দেশ্য। এছাড়াও আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উপরোক্ত সময়ের প্রতিটি শপথ আল্লাহ তায়ালা সূরার অগ্রভাগে স্থান দিয়েছেন। এর দ্বারাও সময়কে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ রূপেই প্রতীয়মান করা হয়।

কুরআনের আরো বহু স্থানে আল্লাহ সময়কে এমনরূপে উপস্থাপিত করেছেন যেখানে তার গুনাহগার বান্দারা সময়ের জন্য আহাজারি করেছে -

-وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

অর্থ: আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(সূরা মুনাফিকুন -১০)

-وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾

অর্থ: সেখানে তারা আর্ত চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।

(সূরা ফাতির -৩৭)

এই কঠিন এবং ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাবার জন্য আল্লাহ তার বান্দাদের এ বিষয়ে চিন্তা করার কথা বলেছেন-

-فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧﴾

অর্থ: ৭. অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন।

৮.এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

(সূরা ইনশিরাহ ৭-৮)

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা সময়ের অপচয় রোধে কঠোর গুরুত্বারোপ করেছেন। মুমিন বান্দার সময়কে কাজে লাগানোর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। অতঃপর আখিরাতে সময় অপচয়কারীদের আফসোস উল্লেখ করেছেন ।

৩.সময়ের ব্যাপারে রাসূল (সা)

মহান আল্লাহ তার পবিত্র গ্রন্থে রাসূল (সা) এর মাধ্যমে সময়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। রাসূল (সা)-এর প্রতিটি কথা প্রতিটি কাজ ই আমাদের জন্য অনুসরনীয় । রাসূল (সা) -এর মাধ্যমেই আমরা সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা পাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ,

যখনই কোনো দিনের প্রভাত উদিত হয় , তখনই সে মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলে , হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং তোমার কর্মের সাক্ষী । সুতরাং তুমি আমার থেকে পাথেয় সংগ্রহ কর।কেননা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না ।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে,

যখনই কোনো দিনের সূর্য উদিত হয় , তখনই সে (দিন) বলে , যে আমার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে কোনো কল্যান কর্ম করতে পারে সে যেন তা করে নেয় । কেননা আমাকে আর কখনো তোমাদের কাছে পুনরায় পাঠানো হবে না।

রাসূল (সা) কিয়ামত দিবসে সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে বলেছেন,

ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে ; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যত টুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কি কি আমল করেছে। (সুনানে আত-তিরমিজি ২৪১৬)

মুমিন যেরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সকল কাজ নিজের জীবনে ধারন করার চেষ্টা করে যায় তেমনি সময়ের প্রতি সচেতন থাকা এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করাও তার (সা) উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনোই নিজের সময়কে অনর্থক কাজে ব্যয় করে না। রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো

,

হে আল্লাহর রাসূল! সৌভাগ্যবান কারা?

জবাবে তিনি (সা) বললেন,

সৌভাগ্যবান তো তারাই যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং নেক আমলে তার সময় অতিবাহিত করেছে।

আবার জিজ্ঞেস করা হলো,

তাহলে দুর্ভাগ্যবান কারা? জবাবে রাসসূল (সা) বললেন,

যারা অতিবাহিত করেছে অনর্থক সময় তারা ।

সময়ের প্রতি গুরুত্বহীন ব্যক্তি কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়। আমাদের যাপিত জীবন থেকে রুটিন মতো প্রতিদিন ৮৬ হাজার ৪০০ সেকেন্ড অতিবাহিত হচ্ছে। অথচ আমরা বড়ই অমনোযোগী জাতি । যারা সর্বদা নিজেকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত রাখি এবং মৃত্যুর পূর্বে বার্ধক্যে পদার্পন করে আল্লাহকে স্মরণ করি। দুনিয়াতে যারা সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগায় না তারাই দোষ ক্রুটি ঢাকতে সময়কে দোষারোপ করে । অথচ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ বলেছেন, মানুষ সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। অথচ আমিই সময় (সময়ের স্রষ্টা), সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে, আমি রাত-দিনের পরিবর্তন করি।

' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৯১)

আমাদের উচিত দিনের প্রতিটি সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করে দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়দা হাসিল করা । যেভাবে শিখিয়ে গিয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৪.সময় মূল্যবান সম্পদ

মহান আল্লাহর অগুনিত নিয়ামতে পরিপূর্ণ আমরা। এই সব নিয়ামতই সম্পদ । এই অগুনিত নিয়ামতের ভীরে সময় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং আপাতদৃষ্টিতে মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সময়ের হিসাবের নিমিত্তে আল্লাহ তায়ালা চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

-هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

অর্থ: তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সুর্যকে উজ্জল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল সমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।

(সূরা ইউনুস -৫)

সময় হচ্ছে দুনিয়ার মূলধন। সময়ের বিনিয়োগের দ্বারা আমরা ফায়দা হাসিল করতে পারব । এটি এমনি এক অমূল্য সম্পদ যার যথাযথ ব্যবহারে আমাদের ঝুঁলিতে উঠবে আরো অন্যান্য সম্পদ। আবার সময়ের মাধ্যমেই আমরা আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। যারা দুনিয়াতে সময়কে অর্থবহ কাজে নিয়োগ করবে সেই থাকবে সফলকামদের তালিকায় । অপরদিকে সময়কে অনর্থক কাজে ধ্বংস করা হচ্ছে জীবনের মূলধন ধ্বংস করে ফেলা । এই সম্পদের সঠিক ব্যবহার মুমিনকে জান্নাতের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। অন্যথায় এর অবহেলায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে জাহান্নামের অতল গহ্বরে। একারনেই একজন বান্দা তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে দুনিয়াবি সকল ভোগ বিলাস ত্যাগ করে সময়ের কথাই চিন্তা করে । ইমাম গাযালী রহ. بداية الهداية গ্রন্থে লিখেছেন-

“তোমার সময়গুলোর সমষ্টিই হলো তোমার জীবন। আর জীবনই হলো আল্লাহর সাথে ব্যবসার ক্ষেত্রে তোমার মূলধন। এর উপর ভিত্তি করেই তোমাকে ব্যবসা করতে হবে। সুতরাং ভালোভাবে বুঝে রাখ, তোমার প্রতিটি শ্বাস, প্রতিটি প্রশ্বাস অমূল্য রত্ন -যার কোনো বিনিময় হতে পারে না। একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে তা আর কখনো তুমি ফিরে পাবে না ।”

এর দ্বারাই বোঝা যায় সময়ের ক্ষয় ই আমাদের জীবনের ক্ষয় ।তবে কেনো জীবনের এই লোকসান সত্ত্বেও আমরা নির্লিপ্ত, নিশ্চুপ থাকি? তাই তো ছারী বিন মুগাল্লিছ বলেন,

“সম্পদের ক্ষয়ে তুমি যদি চিন্তিত হও , তবে তো জীবনের ক্ষয়ে তোমার কাঁদা উচিত।”

তাই আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সময় থেকে বেশির থেকে বেশি উপকৃত হবার চেষ্টা করা। যেমন আমরা দুনিয়ার জীবনে তুচ্ছ অর্র সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করি। অথচ সময়তো তার চেয়েও অধিক মূল্যবান সম্পদ!

৫.সময় তরবারির ন্যায়

সময়তো নদীর স্রোতের মতো সর্বদা বহমান । যারা একে কাজে লাগায় তাদের জীবনতো কর্মচঞ্চলতায় কেটে যায় এবং তারা সফলকাম হয় । কিন্তু যারা একে অপচয় করে , নিরর্থক কাজে ব্যয় করে তারা চিরকালের জন্যই এর ফায়দা থেকে মাহরুম হয়ে গেলো।

ইমাম শাফী রহ. বলেছেন- অনেক সুফী সাধকের সংস্পর্শে আমি ধন্য হয়েছি। তবে তাদের থেকে আমি শুধু দুটি বিষয়ই প্রাপ্ত হয়েছি।

১. সময় হচ্ছে তরবারির ন্যায়, তুমি তাকে কাটতে না পারলে সে ঠিকই তোমাকে কেটে ফেলবে।

২.তুমি যদি নিজেকে সত্য ও ন্যায় কাজে ব্যস্ত না রাখ তাহলে সে তোমাকে অন্যায় ও অসৎ কাজে ব্যস্ত রাখবে।

(কিমাতুজ জামান ইনদাল উলামা-২৫)

আমরাকি এই দুটি বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝতে পারছি? সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ ওনাদের আখিরাতে সম্মানিত করুন। আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগন এবং সুফীসাধকগন সময়ের ব্যাপারে কতটা চিন্তাশীল ছিলেন তা এই বক্তব্যেই প্রতীয়মান হয় ।তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলীর সিংহভাগই হলো আত্মীক পবিত্রতা ও সময় সংরক্ষণ সম্পর্কিত।

বস্তুত আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যান চান তখন সময়ের সদ্ব্যবহারে তাকে সাহায্য করেন, তার সময়ে বরকত দান করেন এবং সময়কে তার সহযোগী করে দেন। আর যখন তিনি কোনো বান্দার অকল্যান চান তখন সময়কে তার জন্য প্রতিকূল করে দেন । তখন সময় তার জন্য প্রতিকূল অবস্থানে থাকে। এজন্য আমাদের উচিত সময়কে যথাযথ মূল্যায়ন করা। উপকারী কাজ দ্বারা সময়কে কাজে লাগানো, নাহলে সময়ই আমাদের ক্ষতিগ্রস্ততার কারন হবে। আল্লাহ আমাদের সময়ের অনিষ্টতা থেকে হেফাজত করুন।

৬. আমাদের কর্মব্যস্ত সময়

আমাদের জীবনের প্রায় অর্ধেকটা সময় জীবিকার তাগিদে ব্যয় হয়ে থাকে। এই সময়টা আমরা দ্বীনি কাজে ব্যয় করতে পারিনা। কারন বেঁচে থাকার নিমিত্তে সকল মানুষকে ঘুমাতে হয় , খেতে হয় , জীবিকা আহরন করতে হয় । এসব কাজ আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু আখিরাতের জীবনকে অধিক ফলপ্রসূ করতে এই ব্যস্ত সময়টাকে আল্লাহমুখী করা , আল্লাহর সন্তুষ্টিতে করার কোনো বিকল্প নেই । ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান। একজন মুসলিমের দৈনিক ২৪ ঘন্টার সুনির্দিষ্ট রুটিন রয়েছে এই মহিমান্বিত দ্বীনে। আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো পদ্ধতিতে সম্পন্ন করি , তবে সেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দ্বীনি কাজে ব্যয় হচ্ছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হতে পারে , সে তো আল্লাহর ইবাদতে মশগুল নয় বরং সাধারন কাজ করছে । কিন্তু ঐ ব্যক্তির সব কাজই ইবাদত। যেমন সকল কাজে হারামকে পরিত্যাগ করা এবং হালাল তালাশ করা । রাসূল (সা) অনুসরণে সকল কাজ করা ইত্যাদি। ব্যস্তময় সময়কেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করার এটি একটি চমকপ্রদ উপায় ।

৭. আমাদের অবসর সময়

ইতোপূর্বে সময় যে আমাদের জীবনের কতো বড় নিয়ামত তা জানতে পেরেছি কিন্তু এই নিয়ামত মানুষের ব্যবহারভেদে আপদ হয়ে ধরা দেয় । দুনিয়াতে আমরা অনেক সময় অযথা নষ্ট করি তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে অবসর সময় । কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে অবসর সময়ের মূল্যায়ন করা প্রতিটি ঈমানদার মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক। কারন কখনো কখনো আমরা সবচেয়ে অধিক ঈমান বিধ্বংসী কাজগুলো অবসর সময়েই করে থাকি । যখন আমরা আমাদের অবসর সময়গুলো অলস ভাবে কাটিয়ে দেই তখন আদম সন্তানের সঙ্গি হয় তার সবচেয়ে বড় শত্রু ইবলিশ।

অলসতায় কাটতে থাকা সময়ে সয়তান আমাদের মস্তিষ্কে গেড়ে বসে এবং সয়তানের কুমন্ত্রনায় আমরা গুনাহের রাজ্যে পদার্পন করি । কেউবা গোপন গুনাহে লিপ্ত হয় , কেউবা অযথা আড্ডাবাজিতে , কেউবা তার অবসর পার করে ফেসবুকে একেক পর এক রীলস শেয়ার করে । অবসর সময়ে যেমন গুনাহে লিপ্ত হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে তদ্রুপ সবচেয়ে ফায়দা হাসিলকারী সময় হচ্ছে অবসর । মুমিন ব্যক্তি তার অবসর সময় সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকে । মুমিনের লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের এই সীমিত সময়ের মধ্যেই অনেক ভালো কাজের আঞ্জাম দেয়া । পরীক্ষাকেন্দ্রে ২/৩ ঘন্টা আমরা কতো সচেতনভাবে অপচয়বিহীন ব্যয় করি । আমাদের জীবনের থেকে বড় পরীক্ষাকেন্দ্র কি আর রয়েছে? অবসর সময় হচ্ছে এই পরীক্ষাকেন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপরন্তু অবসর সময়ের ব্যাপারে আমাদের অধিক সচেতনতা কাম্য । অনর্থক কাজে বা গুনাহে এই সময় অপচয় করা মানে নিজের ঈমান এবং আখলাক ধ্বংস করা । একজন মুমিনের অবসর সময় বলতে কিছু নেই বরং অবসর সময়েও আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন দ্বীনি কাজ করা । আল্লাহর ইবাদত করা । আল্লাহ বলেন,

-فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡ ۙ﴿۷﴾

وَ اِلٰی رَبِّکَ فَارۡغَبۡ ﴿۸﴾

অর্থ: ৭.অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হও।

৮.আর তোমার রবের প্রতি আকৃষ্ট হও।

(সূরা আলাম নাশরাহ :৭-৮)

অপর আয়াতে আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের স্বভাব - বৈশিষ্ট্যের বিবরণ তুলে ধরেছেন এভাবে ,

-وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

অর্থ: এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।

(সূরা ফুরকান : ৭২)

আল্লাহ তায়ালা সফল মুমিনের পরিচয় বর্ননা করে বলেছেন,

-وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

অর্থ: যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত।

(সূরা মুমিনুন:৩)

একারনেই জীবনের প্রতিটি সময়ে উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক কাজ বা কথা পরিহার করা ঈমানের দাবি । তাই আমাদের উচিত ব্যস্ততা আসার পূর্বেই অবসরকে কাজে লাগানো। অযথা ফেসবুকিং , আড্ডাবাজি ত্যাগ করে দ্বীনি বিষয়ে মুযাকারা করতে পারি , আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতে পারি ।ইস্তিগফার পাঠ করতে পারি এতে আমাদের অবসর সময় কাজে লাগানোর পাশাপাশি পূর্বের গুনাহ থেকে আল্লাহর আশ্রয় লাভ করতে পারি । আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি।

৮.সময়ের গুরুত্ব বুঝতেন যারা

প্রসিদ্ধ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন,

আমার সবচেয়ে বেশি আফসোস ও পরিতাপ হয় এমন দিনের জন্য, যে দিনের সূর্য ডুবে গেল, আমার দুনিয়ার হায়াত কমে গেল , অথচ আমার নেক আমল বৃদ্ধি পেলো না ।

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী রহ. (৫০৮-৫৯৭) তার صيد الخاطر গ্রন্থে লিখেন,

“প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য হলো সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করা। প্রতিটি মুহূর্তকে কল্যাণকর এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির কথা ও কাজে অতিবাহিত করা। উন্নত থেকে উন্নততর এবং উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর কথা , কাজের ধারা অব্যাহত রাখা । সব সময় যদি কল্যাণকর কথা ও কাজের সম্ভাবনা ও সুযোগ নাও হয় সে ক্ষেত্রে অন্তত কল্যাণকর্মের নিয়ত রাখাতো কোন কষ্টকর বা অসম্ভব কিছু নয় । উম্মতের প্রতি দরদী নবীর দরদমাখা ঘোষণা কি তোমরা শুননি!

فية المومن خير من عملة

অর্থ: মুমিনের নিয়্যত তো তার কাজ থেকে উত্তম ।”

মুফতি শফী রহ. বলতেন,

“আমি আমার সময়কে মেপে মেপে খরচ করি, যাতে কোনো একটা মুহূর্ত বেকার কেটে না যায়। কাজ দুনিয়ারও হতে পারে, আখিরাতেরও হতে পারে। তবে নিয়ত ঠিক থাকলে বাহ্যিক দুনিয়ার কাজও আখিরাতের কাজ হয়ে যায় ।”

এই প্রখ্যাত বুযুর্গ তার পুত্র মুফতি তাকী উসমানি রহ. কে নসীহত করে বলতেন ,

“ যদিও লজ্জার কথা কিন্তু তোমাদের বোঝানোর জন্য বলছি , মানুষ যখন পায়খানায় যায় তখন না যিকির করতে পারে , না ইবাদত করতে পারে ; বরং ঐ সময়টা বেকার কেটে যায় । কেননা ওই সময় কোনো যিকির কিংবা ইবাদত করা নিষেধ। কিন্তু আমি ঐ সময়টাও এভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি - আমি যখন বাথরুমে যাই তখন বদনাটা ভালোভাবে পরিষ্কার করি যাতে সময়টাও কাজে লেগে যায় এবং আমার পরে যে আসবে সে পরিস্কার বদনা পায় এবং তার কোন কষ্ট না হয় ।

তিনি আরো বলতেন,

আমি পূর্ব থেকেই চিন্তা করে নিতাম , ওই সময়ে আমার যে পাঁচ মিনিটের অবসর পাওয়া যাবে আমি তাতে কি করব ? অথবা খানা খাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ লিখতে পড়তে বসা উচিত নয়, বরং দশ মিনিটের বিরতি হওয়া উচিত। তো আমি পূর্ব থেকেই চিন্তা করে নিতাম, এই দশ মিনিটে আমি ওই কাজটি করে নেব। সুতরাং সেই সময়ে আমি সে কাজই করে নিতাম।"

মুফতি তাকি উসমানি আরো বলেন,

" তিনি গাড়িতে সফর করছেন তখনো কলম চলছে , বরং আমিতো তাকে রিকশাতেও লিখতে দেখেছি । অথচ রিকশায় প্রবল ঝাঁকুনি লাগত ।"

(আমল করার এখনই সময় ; পৃষ্ঠা: ২৫)

হাফেয ইবনে হাজার একজন যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম , মুহাদ্দিস এবং লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার জবানিতে আছে,

সে যুগে কাঠের কলম ব্যবহার করা হত । তিনি কিতাব লিখতেন এবং লিখতে লিখতে কলমের অগ্রভাগ নষ্ট হয়ে গেলে বারবার তার অগ্রভাগ চোখাতে হত এবং এতে কিছু সময় ব্যয় হতো। তিনি এই সময়টাও বেকার নষ্ট হতে দিতেন না। বরং যতটুকু সময় এতে ব্যয় করতেন ততটুকু সময় সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পড়তে থাকতেন যাতে এই সময়টাও নষ্ট না হয় । কেননা যে সময়টুকু কিতাব লেখার কাজে ব্যয় হচ্ছে, সেটা তো আল্লাহর ইবাদতেই ব্যয় হচ্ছে; কিন্তু এর বাইরে কিছু করার সময়টা কেন নষ্ট হবে? তাই তিনি এসব পড়তে থাকতেন।

(আমল করার এখনই সময় ; পৃষ্ঠা ২৪)

হযরত ডা. আবদুল রহ. সতর্ক করে বলতেন-

“ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যৌবন কাল দান করেছেন, সুস্থতা দান করেছেন , অবসর দান করেছেন। সুতরাং এগুলোকে কাজে লাগাও এবং যা কিছু করার আজই করে নাই । কেননা যখন অসুস্থতা এসে যাবে, ব্যস্ততা এসে যাবে , তখন আর কিছুও করার সুযোগ থাকবে না । সাথে সাথে তিনি এই কবিতা পাঠ করতেন -

ওই সময় যদিও মন চাইবে আখিরাতের জন্য কিছু করার , কিন্তু তখন আর সময় দেওয়া হবে না । এবং কখনও সম্ভব ও হবে না । অতএব, যা করার এখনই সময় , এখনই তা করে নাও ।

এক ব্যাক্তি বুযুর্গদের সম্পর্কে জানতে বের হলো। পথিমধ্যে একজন বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করে তাও উদ্দেশ্যের কথা বর্ননা করল। বুযুর্গ বললেন, “*তুমি অমুক মসজিদে যাও। সেখানে গিয়ে দেখবে তিনজন বুযুর্গ বসে বসে আল্লাহর যিকির করছেন। তুমি তাদের প্রত্যেককে একটি করে ঢিল ছুড়ে মারবে।”*

লোকটি সেই মসজিদে গিয়ে তিনজন বুযুর্গকে এক ধ্যানে যিকির করতে দেখল। সে একজনকে পেছন থেকে ঢিল ছুঁড়ে মারলে সেই বুযুর্গ একবারও পেছনে ফিরে দেখলেন না কে ঢিল ছুঁড়েছে? কারন তিনি চিন্তা করলেন, যতক্ষণ আমি পেছনে তাকাব এবং প্রতিশোধ নিতে যাব ততক্ষণে আমি কয়েকবার সুবহানাল্লাহ পড়ে নিতে পারব। এতে আমার আখিরাতে নেকী বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে বদলা নেওয়াতে কোনো ফায়দা নেই ।

সুবহানাল্লাহ! তারা কেমন সময়ের প্রতি সচেতন ছিলেন!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. বলেন,

আমার একটি কুঁড়েঘর ছিল। তার কিছু অংশ ভেঙে গিয়েছিল। একদিন আমি তা মেরামত করছিলাম । ঘটনাক্রমে নবী করীম (সা) সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহ কী করছ? আমি বললাম, 'কুঁড়েঘরটি সামান্য মেরামত করছি।' রাসূল (সা) বললেন , 'ভাই ! বিষয়টি তো এর চেয়ে তাড়াহুড়ার ।' উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালা জীবনের যে সময়টুকু দান করেছেন, বলা যায় না কখন তা শেষ হয়ে যায়। কখন জীবন প্রদীপ নিভে গিয়ে মৃত্যু এসে যাবে এবং আখিরাতের যিন্দেগী শুরু হয়ে যাবে। এই মুহুর্তগুলো যা পাওয়া যাচ্ছে তা অতি তাড়াহুড়ো করার সময় । আর তুমি এর মধ্যে এই অনর্থক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছ?

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব: ৫২৩৬)

আল্লাহ তায়ালা সময়ের যেই সম্পদ দান করেছেন , এর একেকটা মুহূর্ত অনেক মূল্যবান এবং তা প্রবাহমান। কবি খুব সুন্দর বলেছেন -

"বরফ যেমনিভাবে সারাক্ষণই গলে এমনিভাবে মানুষের জীবনও প্রতি মুহূর্তে গলে যাচ্ছে এবং প্রবাহিত হচ্ছে।"

৯. মুমিনের সময় বিন্যাস

একজন মুমিন ব্যক্তির জীবনে সময় অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। তার দিন - রাত ২৪ ঘন্টা আবর্তিত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আল্লাহ সকল ইবাদতকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেমন -সালাত , ঈমানের পর ইসলামের ২য় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় বাঞ্ছনীয়। না করাটাই মুমিনের স্বভাব বহির্ভূত। আল্লাহ বলেন-

-فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

অর্থ: অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

(সূরা আন-নিসা :১০৩)

হাদীসে বর্ণিত - *আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম , কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ? তিনি বললেন যথা সময়ে সালাত আদায় ।*

এখানে শুধু সালাত আদায় করাই মূখ্য বিষয় নয়। বরং যথাসময়ে আদায় করাটাই মূখ্য। এভাবে নিয়মমাফিক সালাত আদায় করতে থাকলে সে নিশ্চিতভাবে সময়ানুবর্তিতা , প্রতিশ্রুত সময়ের প্রতি সূক্ষসজাগতা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা শরীয়তের অন্যান্য বিধানের উপরেও সময়ের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন । যেমন - হজ্জ , যাকাত , সাওম , সাদাকায়ে ফিতর, ইদ্দতপালন , তালাক প্রত্যাহার , আকিকা , লেনদেন ইত্যাদি । এই সব কিছুর মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদের সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। শরীয়তের সকল বিধান এবং ইবাদতের দিকে লক্ষ্য রাখলে আমরা বুঝতে পারব ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের মূল্যায়ন।